যুগান্তর

তারিখ 31 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পদত্যাগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন ইউজিসি সদস্যরা

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চার সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা পদত্যাগ করছেন না বলে জানা গেছে। সোমবার দুপুরে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম সংশ্লিষ্টদের টেলিফোনে পদত্যাগের অনুরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট সদস্যরা পদত্যাগের অনুরোধকে নজিরবিহীন হিসেবে দাবি করে বলেন, অতীতে সদস্যরা মেয়াদকাল পূর্ণ করেছেন।

ইউজিসি সদস্য ড. তারেক শামসুর রেহমান টেলিফোন পাওয়ার কথা স্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, তিনি তার অপরাধ জানতে চান। সংস্কারের সঙ্গে যদি দুর্নীতি ও অনিয়ম শব্দ জড়িত থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আগে প্রমাণ বা উত্থাপন করতে হবে। তিনি এ ঘটনাকে অবমাননাকর ও অসম্মানজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সদস্যরা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

সদস্যরা : ইউজিসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউজিসিতে বর্তমানে পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য রয়েছেন। তারা হলেন— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক সুলতান হোসেন খান, ড. তারেক শামসুর রেহমান এবং ড. এহসানুল হক। এর মধ্যে প্রথম চারজন টেলিফোন পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

বেশ কিছুদিন যাবত বিভিন্ন মহলে ইউজিসিতে সংস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রথম তিনজনের বিদায়ের বিষয়টি বেশ ভোরেশোরে আলোচনায় ছিল। এদের মধ্যে প্রথম জনের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকাকালীন পদনিয়োগ বাণিজ্যসহ ইউজিসিতে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সখ্যের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহর ব্যাপারে ১৬ এপ্রিল থেকে ৬ মে পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোড ও বনানীতে অবস্থিত দুটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অধ্যাপক সুলতান হোসেন খানের বিরুদ্ধে কোন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলেও অদক্ষতার অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসির অধ্যাদেশের ৭ ধারা অনুযায়ী সরকার সদস্যদের অপসারণ করতে পারে। তবে সেজন্য চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। একজন সদস্য জানান, শিক্ষা সচিবের কাছে তিনি কেন পদত্যাগ করবেন তা জানতে চেয়েছেন। তবে তার প্রশ্নের জবাব তিনি পাননি। সচিব শুধু বলেছেন, সরকার তাদের পদত্যাগ চায়। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ধারণা, নতুন চেয়ারম্যানের ইচ্ছার কারণেই তাদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।